ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৯৭৮
আগরতলা, ১৪ অক্টোবর, ২০১৯

কাসকাও মাই খুলুংমু-হদায়গিরী উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী
জনজাতিদের উন্নয়নের মাধ্যমেই ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব

উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গতকাল আগরতলার কুঞ্জবনস্থিত মালঞ্চ নিবাসে কাসকাও মাই খুলুংমু-হদায়গিরী উৎসব-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সরকার এবং ব্রু মথোহ (কাউন্সিল অব কাসকাও এন্ড রাই অব রিয়াংস, ত্রিপুরা)-এর যৌথ উদ্যোগে এবং ত্রিপুরার রাজ পরিবারের আয়োজনে দুদিন ব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সাংসদ রাজমাতা বিভু কুমারী দেবী, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক অলিন্দ রাস্তোগী, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব এম এল দে, রিয়াং সম্প্রদায়ের দলপতিগণ এবং মুখ্যমন্ত্রীর সহধর্মিনী নিতি দেব সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব প্রাক্তন সাংসদ রাজমাতা বিভু কুমারী দেবী সহ রাজ পরিবারের অন্যান্যদের এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, রাজ্যে ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার থেকে সাব্রুম এবং উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর থেকে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া এলাকায় রিয়াং জনজাতির মানুষের আধিক্য রয়েছে। সেই এলাকাগুলিতে জুম চাষাবাদের প্রবণতা অধিক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে প্রায় ৬ হাজার হেক্টর জমিতে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয়। কৃষি ও উদ্যান দফতরের উদ্যোগে আরও কিছু জমি জৈব চাষাবাদের জন্য চিহ্নিত করার কাজ চলছে। বর্তমান রাজ্য সরকরের আমলে রাজ্যের সুস্বাদু আনারস এবং লেবু দুবাই সহ বিদেশে রপ্তানি করার বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতিদের উন্নয়নের মাধ্যমেই ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমান রাজ্য সরকারের আমুল পরিবর্তনের কথাও তিনি ব্যক্ত করেন। জনজাতিদের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়ে ১৮টি একলব্য বিদ্যালয় গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজ্যে ২টি নবোদয় বিদ্যালয় যথাক্রমে টাকারজলা এবং বিলোনিয়াতে গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেন। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা দফতর নতুন আঙ্গিকে শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলনের মতো নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয়ভাবে সারা রাজ্যে একই প্রশ্নপত্রে তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ষান্মাসিক পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজন্য আমলে সৃষ্টি করা বিভিন্ন ইতিহাস বিজড়িত স্থান এবং স্থাপত্য নিদর্শনগুলির কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর দিশা সবকা সাথ সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাসকে পাথেয় করে সর্বশ্রেষ্ঠ ভারত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনজাতি সম্প্রদায়ের চিরাচরিত নৃত্যশৈলীও পরিবেশিত হয়।

*****